Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 112-120
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শাস্ত্রনিহিত শিবভাবনা

(Śāstranihita Śivabhābanā)

মহাদেব দাস বৈরাগ্য
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা, ভারত

Abstract

In Hindu mythology Shiva is one of the three form of God (Brahma, Vishnu and Mahesh). The Paramatma or Spirit or what is called as God can be classified as a mixture of three forces representing Creator, Maintainer or Destroyer. Shiva is the Supreme being who creates, Protects and transforms the universe. At the highest level Shiva is regarded as formless, limitless, transcendent, unchanging and non-dual. Shiva is know by many names such Viswanathan, Mahadeva, Mahesha, Sankara. Shambhu etc. The Vedic People had a different concept of Shiva. They perceived him mostly as a God of anger, death and destruction and feared him most. He is describe as the God of Sickness, disease, death desctruction and calamity. The Sanskrit word Shiva means auspicious, prosperous. In tamil it refers to Shiva- Civappu. Shiva denotes the nature of the self or the transcendental aspect. It represents Turiya which is beyond three Gunas of nature, Satva, Rajas and Tamas. There is absolutely no different between Shiva who beyond the three Gunas. We know him to be the source of knowledge, arts and crafts. Everything comes from Shiva and goes back to Shiva. So Shiva is described as a non-being not as a being, Shiva is not described as light, but as darkness. Shiva represents the Yogic archetype, the absolute master at any being on the path at Spiritual evolution.

Through this article I want to discuss the concept and meaning of the word Shiva with the analytical method. It will focus with special reference to Veda, Upanisad, Shivapurana and Shaiva Philosophy.

Key Word: Paramtma, Auspicious, Absolutely, Yogic Archetype, Transcendental, Aspect.

ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন, ঐতিহ্যময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। একসময় মানুষ ছিল সভ্যতার আলোক থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও প্রকৃতি নির্ভর। তখন সে সামূহিক বিপত্তির ত্রাণকারী রূপে প্রকৃতির উপাসনা করতো। উপাস্য প্রাকৃতিক শক্তির মহিমা প্রতিপাদনের জন্য পরম্পরাক্রমে সাধকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট সত্তার কল্পনা করে তাতে দেবত্বের আরোপ ঘটিয়েছেন। মানুষের বিশ্বাস দেবতা গড়েছে এবং তার আধ্যাত্মিক ভাবনা দেবমহিমা প্রচার করেছে।

ভারতীয় ঋষিগণ দিব্য অনুভূতিতে বহুর মধ্যে এক সত্তার মহত্ত্বকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এক ও অদ্বিতীয় সত্তার অনেক রূপ কল্পনার মধ্যদিয়েই শাস্ত্রে বহুদেবতাবাদের ভাবনা ত্বরান্বিত হয়েছিল। কেবলমাত্র হিন্দু

সংস্কৃতিই নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিই বিজড়িত ছিল দেবত্রয় ভাবনায়। প্রসিদ্ধ দেবত্রয় রূপে সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারী দেবাদিদেব মহেশ্বর যুগে যুগে পূজিত হয়ে আসছেন। তবে সুদূর বৈদিক যুগে রুদ্রশিব ও বিষ্ণু দেবই স্তূত হয়েছেন। উত্তরোত্তর কালে পৌরাণিকসাহিত্যে, তন্ত্রসাহিত্যে, আধুনিক সাহিত্যেও দেবত্রয়ের মহিমা বহুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আলোচনার আধিক্য ভয়ে এখানে মূলতঃ বেদ, উপনিষদ, শিবপুরাণ, শৈবদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অতি সংক্ষেপে অনুসৃত হয়েছে।

শিব হলেন এই ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম স্বরূপ। শিবভাবনা কেবলমাত্র আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিকেই নয়, বরং প্রাচীন, ঐতিহ্যময়, আর্যসংস্কৃতিকেও স্পর্শ করে রয়েছে। বিদ্বৎসমাজে আর্য এবং অনার্য এই উভয় সংস্কৃতির মানুষের উপাস্য দেবতা রূপে শিবপুরুষকে গ্রহণ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ শিব আর্য দেবতা অথবা অনার্য এরূপ সংশয় তৎকালীন বিচারশীল মানুষের মধ্যে প্রকট হয়েছিল। এই বিষয়ে বৈদিক পরম্পরায় শিবের বা তাঁর স্বরূপভূত কোন দেবতার বিশেষ কোন চর্চা হয়েছিল কিনা, তা আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রাক্-বৈদিক যুগে বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যতার উৎখননকালে মাতৃমূর্তি ও লিঙ্গমূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলিকে প্রাচীন সংস্কার পরম্পরায় সৃষ্টির প্রতীকরূপে বৈদিক ভারতে 'শিশ্নদেব' আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে হিন্দু সংস্কৃতিতে এই শিশ্নদেবই শিবরূপে পরিচিত হয়। বৈদিক পরম্পরায় শিবের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল না। তখন তিনি সাধকসমাজে ধ্বংসকারী, উগ্রস্বরূপ রূদ্ররূপে স্তূত হতেন। রূদ্রদেবতার অনুধ্যানে শিব শব্দটি ব্যবহৃত। রুদ্র মহাশব্দকারী[১]। নিরুক্তকার আচার্য্য যাস্কের মতে যিনি গর্জন করেন তিনিই রুদ্র- 'রুদ্রো রোতীতি সতঃ'[২]। যিনি অনন্তকাল সকলকে কাঁদান তিনিই রুদ্র[৩] অথবা যিনি সকল শত্রুদের রোদন করান তিনি রুদ্ররূপে সমাদৃত হন- 'রোদয়তি শত্রুন ইতি রুদ্রঃ'[৪]। রুদ্রশব্দ কেবলমাত্র দেবতারূপে নয় বরং বৈদিকপর্যায়ে বহুদেবতাদের বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হত। গিরিশ, গিরীশ, ভীম, শম্ভু, শঙ্কর, পশুপতি, ভব প্রভৃতি শব্দ ও রূদ্রের পর্যায়বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে সর্বজনবিদিত শিবসত্তার আদি শাস্ত্রীয় রূপ হল রুদ্র। শিবশব্দ তাঁর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এর অর্থ হল মঙ্গলময় বা কল্যাণকারী। বৈদিক ঋষিগণ ধ্বংসকারী রুদ্রের উদ্দেশ্যে তাঁদের সম্পদাদি সমৃদ্ধি ও নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতি করেছেন। এই ধ্বংসকারী উগ্রমূর্ত্তিরূপে রুদ্রের কল্পিত স্বরূপ পরবর্তী পৌরাণিক যুগে পরমমঙ্গলময়, শান্ত, ত্যাগী শিবসত্তায় পর্যবসিত হয়। সংহারের দেবতা সৌম্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য প্রেমনৃত্যে পরিণত হল। এইভাবে বিনাশী রুদ্র পৌরাণিক সাহিত্যে ও অপরাপর বাংলা প্রভৃতি সাহিত্যে সত্য-শিব-সুন্দরে প্রকাশ পেয়েছেন।

পশুপতি হল শিবের নামান্তর। তিনি আর্যেতর যাযাবর বা ব্রাত্য গোষ্ঠীদের পতি রূপেও সমাদৃত। এইজন্য শিবকে অনার্যদের উপাস্য দেবতা হিসাবেও কেউ কেউ মনে করেন। তবে একথা বলা যায় যে- বৈদিককালে রুদ্র-অগ্নি-শিব অভিন্ন দেবতা রূপেই পূজিত হতেন। শিবশব্দের প্রচলন তখন অধিক ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতা, কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা এমনকি উপনিষদেও শিবশব্দের সাক্ষাৎ প্রয়োগ উপলব্ধ হয়— "যেভিঃ শিবঃ বাঁ এবয়াবভিদিবঃ সিষাক্ত স্বয়শা নিকামাভিঃ"[৫]। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও রুদ্রদেব সাক্ষাৎ কল্যাণময় শিবরূপে পরিগণিত হয়েছেন—

"সর্বননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবানংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।।"[৬]

বৈদিক পরম্পরায় শিবপুরুষের জনপ্রিয়তা প্রচলিত ছিল না একথা বলা যায় না। রুদ্র ব্রহ্মরূপী হয়েও সর্বজীবের সর্ববস্তুর অধীশ্বর ও কল্যাণবিধাতা।

বৈদিক রুদ্রের বিভীষিকাময় রূপ উপনিষদের যুগে সাধকদের জ্ঞানালোকে শান্ত, স্নিগ্ধ, কল্যাণময়মূর্ত্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তিনি সৌম্যমূর্ত্তিধারণ করে সমগ্র বিশ্বময় ব্যাপ্ত। সাধকগণ শান্তময়স্বরূপকে ধ্যানরাজ্যে কল্পনা

করে তাদের সাধনজগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ সাধকগণের অভীষ্টরূপে তার পরিণমন ঘটেছে এবং তিনি শিবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ধ্বংসকারী রুদ্র থেকে তিনি ব্রহ্মরূপ পরম শিবপুরুষে উন্নীত। তিনি সেখানে বাক্-মনের অগোচর, অব্যক্তস্বরূপ, অনন্ত, অবিদ্যাদি মালিন্য বর্জিত, বিশ্ব প্রপঞ্চোৎপত্তির হেতু, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল সমুদয়ের প্রকাশক ও সর্বব্যাপী—

"অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তদাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভূতম্।।"[৭]

উপনিষদের ঋষিদের ধ্যানরাজ্যে শিবপুরুষ পরমপুরুষরূপে বন্দিত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কাল, স্বরাট্ ইত্যাদি বহুবিধস্বরূপে বিরাজমান-

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।।"[৮]

তিনি ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ হতে বিলক্ষণ, চিন্ময়, সাক্ষী, সদাশিবস্বরূপ—

"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ।।"[৯]

তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হতে মহত্তর, পরিপূর্ণ, জ্ঞানময়, কল্যাণস্বরূপ— 'অণু-মহৎপরিণতকার্য্যকারণকলনাঽন্বিতংইদং বিশ্বং নানাবিচিত্র-শোভিতং অহমেবেত্যর্থঃ। শিবরূপমস্মি নিত্যমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ।"[১০] উপনিষদে শিবপুরুষ মহাদেব, মহেশ্বর ইত্যাদি নামেও সমাদৃত হয়েছেন- "অথ কস্মাদুচ্যতে মহেশ্বরো যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ সংভক্ষ সংভক্ষয়ত্যজস্রং সৃজতি বিসৃজতি বাসয়তি তস্মাদুচ্যতে মহেশ্বরঃ।"[১১] যিনি সর্বলোককে উপসংহার করে স্বয়ং বিরাজ করেন, যিনি অজস্র সৃষ্টি করেন তিনি মহেশ্বর। কখনো বা তিনি স্বাত্মভাবকে পরিত্যাগ করে আত্মজ্ঞানযোগরূপ ঐশ্বর্যে মোহিত হয়ে 'মহাদেব' সংজ্ঞায় অভিহিত হন।

বৈদিকপরম্পরা অতিক্রম করে রুদ্রভাবনা পুরাণাদি উত্তরোত্তর সাহিত্যে মঙ্গলময়, কল্যাণময়, সর্বজীবের রক্ষাকারী এক মহিমময় সত্তারূপে অধিক আদ্রিত হয়েছে। জনমানসে যিনি আশুতোষ রূপেও বন্দিত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বৈদিক রুদ্রই পৌরাণিক ধারায় শিব আখ্যায় অভিহিত। এই রূদ্ররূপী শিব সর্বদুঃখের হেতু এবং আমাদের সেই দুঃখ বা দুঃখের হেতুকে দ্রাবিত করেন। এইজন্য শিবই রুদ্রশব্দের অভিধেয়-

"রুদ্দুঃখং দুঃখহেতুর্বা তদ্রাবয়তি নঃ প্রভুঃ।
রুদ্র ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবঃ পরমকারণম্।।"[১২]

পৌরাণিক সাহিত্যে ধ্বংসময় রুদ্রের শিবরূপে পরিণতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়। রুদ্র যেন কোনো পৃথক সত্তা নয়। বরং পরমপুরুষ শিবেরই অংশোদ্ভুত। রুদ্র এখানে মঙ্গলময় সত্তা এবং সদা নির্মল। সাধকগণের বিচার বুদ্ধিতে এই উভয় সত্তার অভিন্ন রূপ আভাসিত। লৌকিক জগতে যেমন মৃত্তিকা হতে নির্মিত ঘট প্রভৃতি বস্তুর সঙ্গে মৃত্তিকার আত্যন্তিক ভেদ কল্পনা করা যায় না। অথবা ফেনতরঙ্গাদির বিকার ও সমুদ্রের মধ্যে অভিন্নতা প্রত্যেক মানুষই অন্তরে উপলব্ধি করে থাকেন। তেমনই শিব-রুদ্র প্রভৃতি বস্তুতঃ নামভেদ মাত্র। সেখানে তাত্ত্বিক ভেদ কল্পনা সাধকের স্থূল-বুদ্ধির পরিচায়ক। বলা হয়েছে—

"শিবরূপং মমৈতচ্চ রুদ্রোঽপি শিববৎ সদা।
ন তত্র পরভেদো বৈ কর্তব্যশ্চ মহামুনে।।"[১৩]

তবে রুদ্র ও শিবপুরুষকে অভিন্ন মানলেও শিবপুরাণের বায়বীয়সংহিতার পূর্বভাগে শিবকে পরমেশ্বররূপে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্র-রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের কারণ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মাদি দেবসকল মহেশ্বরের আজ্ঞায় সৃষ্টিকার্য্যে নিরত। এই অর্থে ব্রহ্মাদিদেবসমুদয়কে যদি জগৎকার্যের ক্ষেত্রে কারণ স্বীকার করা হয় তাহলে পরমেশ্বর শিব হলেন সেই কারণের ও কারণ- অর্থাৎ পরমকারণ। তিনি অন্য কোন কারণ পদার্থ থেকে প্রসূত নন বরং সাধকগণের অন্তরলোকে অবস্থান করে স্বেচ্ছায় মানসলোক আবির্ভূত হন। তিনি সৃষ্ট্যাদি ত্রিতয়ের কারণ আবার সমগ্র জগতের নিমিত্ত-উপাদান উভয় কারণ। তাঁর থেকেই চরাচর বিশ্বের অভিব্যক্তি এবং উদ্ভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথা স্থূলাদি প্রপঞ্চ এই শিবপুরুষেই লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্বকার্যসমুদয়ের কর্তা, এজন্য বিদ্বৎগণের দ্বারা 'শিব' সংজ্ঞায় অভিহিত—

"যস্মাদুৎপদ্যতে সর্বং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি।
কর্ত্তা ক্রিয়াণাং সর্ব্বাসাং স শিবঃ পরিগীয়তে।।"[১৪]

জগৎ সৃজনের নিমিত্ত পরমেশ্বরের প্রথম যে চেষ্টা বা 'পরিস্পন্দ' তাকেও শিবপুরাণকার 'শিবতত্ত্ব' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। 'পরিস্পন্দ' হল জগৎ উৎপত্তির প্রথম অবস্থায় আদি কম্পন, বিশ্বময় ওঙ্কার ধ্বনিরূপে যার পরিপ্রকাশ। শিবপুরাণের কৈলাসসংহিতায় বলা হয়েছে-

"নিজেচ্ছয়া জগৎস্রষ্টুমুদযুক্তস্য মহেশিতুঃ।
প্রথমো যঃ পরিস্পন্দঃ শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে।।"[১৫]

শিব-রুদ্রের পৃথকভাব মুনিগণের চিন্তনে অভিন্ন সত্তায় ভাসিত, সেখানে রুদ্র যেন স্বয়ং শিবরূপই—

"শিবরূপং মমৈতচ্চ রুদ্রোঽপি শিববৎসদা।
ন তত্র পরভেদো বৈ কর্ত্তব্যশ্চ মহামুনে।।"[১৬]

ইচ্ছানুসারেই শিবপুরুষের রুদ্ররূপে প্রকাশ। তিনি পরমেশ্বরের অভিন্ন সত্তা এবং সমশক্তিমান। রুদ্র এখানে শিবের ন্যায় নির্ম্মল। জলাদি সংসর্গে জ্যোতির্ময় পদার্থে যেমন কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় না তেমনই শিব-রুদ্রের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে অভিন্নই—

"মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মন্নীদৃশং ভবদঙ্গতঃ।
প্রকটীভবিতা লোকে নাম্না রুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"[১৭]

সুদূর বৈদিকসাহিত্যের ধারা ধরে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যে শিব পরমপুরুষরূপে বন্দিত হয়েছেন। প্রলয়কর্তা শিব দার্শনিক প্রজ্ঞায় হয়েছেন কল্যাণময় ও মঙ্গলময়।

বহুপ্রকারে শিব শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার করা হয়েছে— 'শীঙ্ স্বপ্নে' অর্থাৎ স্বপ্নার্থে 'শী' ধাতুর উত্তর পাণিনীয়-"সর্ব্বনিঘৃষরিষলষশিবপদ্বপ্রহেষতন্ত্রে" সূত্রদ্বারা 'বন্' প্রত্যয় যোগে শিব শব্দ নিষ্পন্ন। "স্বপ্নং বাতি ক্ষিপতীতি শিবঃ, জাড্যরহিতঃ, অবিদ্যানির্ম্মুক্তঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বপ্নম্ অবিদ্যাং বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ।" শিবশব্দ নিষ্পাদক 'শী' ধাতু স্বপ্ন অর্থে প্রযুক্ত। স্বপ্ন হল অবিদ্যাযুক্ত বা জাড্যযুক্ত অবস্থা। যিনি মানুষের মধ্যে থাকা সর্ববিধ অবিদ্যা বা জড়তাকে উৎখাত করেন তিনি শিবসংজ্ঞায় অভিহিত। কেউ কেউ আবার— 'বশ কান্তৌ' ইচ্ছাযুক্ত এই অর্থে 'বশ্' ধাতু থেকে বর্ণব্যত্যয়হেতু শিবশব্দের নিষ্পত্তি স্বীকার করেছেন। বর্ণব্যত্যয় বলতে বর্ণের পরস্পর স্থান পরিবর্তনকে বোঝায়। সৌন্দর্যলহরীর লক্ষ্মীধরকৃত টীকাতে বলা হয়েছে—

"হিসিধাতোঃ সিংহশব্দো বশকান্তৌ শিবঃ স্মৃতঃ।
বর্ণব্যত্যয়তঃ সিদ্ধৌ পশ্যকঃ কশ্যপো যথা।।"

ধাতু পাঠে 'বশ্' ধাতু তুদাদি ও অদাদি দ্বিবিধ গণে পঠিত। তুদাদিগণীয় 'বশ্' ধাতু দীপ্তি বা কান্তি এইরূপ অর্থবোধক। এই অর্থ গ্রহণ করলে শিবশব্দের অর্থ হয় যিনি অতিশয় দীপ্তিমান্ বা কান্তিমান্ পুরুষ। অপরপক্ষে 'বশ্' ধাতু অদাদিগণে পঠিত অবস্থায় কামনা রূপ অর্থজ্ঞাপক, যার দ্বারা শিব হলেন সাধকের সর্ববিধ কামনার আশ্রয়। তাই বলা হয়েছে- "তুদাদের্বশতেঃ দীপ্তিরর্থঃ কান্তিদীপ্তিঃ। অদাদের্বষ্টিরিতি কামনা অর্থঃ।"[১৮] অথবা যিনি দৃশ্যমান প্রপঞ্চসমুদয়ের অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক তিনিই শিব অর্থে গৃহীত হয়েছেন। এমনকি আর্যেতর তামিলভাষা থেকেও শিব শব্দের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। রক্তবর্ণরূপ অর্থে প্রযুক্ত তামিল 'শিবপ্পু' বা 'শিবন্' শব্দ থেকে শিবশব্দের উৎপত্তি। রুদ্র ও রক্তবর্ণময় তাই সাযুজ্যবশতঃ রুদ্রও শিবশব্দের বাচ্য। শিবকে এজন্য অনার্যসংস্কৃতির দেবতারূপে কেউ কেউ কল্পনা করেছেন। তবে বেদের যুগে এই তামিলীয় শব্দের কোনরূপ প্রয়োগ উপলব্ধ হয় না। আর্য ও অনার্য পরম্পরাতে শিবশব্দ যথাক্রমে; কল্যাণময় ও রক্তবর্ণার্থক হিসাবে বিবেচিত হলেও শিবশব্দের অনার্যত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ নিদর্শনগত প্রমাণ্যের অভাব রয়েছে বলে নিঃসংশয়ে শিবে অনার্যদেবত্ব আরোপ সমীচিন হবে না।

শিব শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত। মহাদেব, মোক, কীলগ্রহ, বালুক, গুগগুল, বেদ, পুণ্ডরীকবৃক্ষ, পারদ, দেব, লিঙ্গবিশেষ, যোগবিশেষ প্রভৃতি অর্থ পুংলিঙ্গে প্রসিদ্ধ। 'বাচস্পত্যম্' এ বলা হয়েছে- 'মঙ্গলে, সুখে, জলে, সৈন্ধবে, সামুদ্রে চ লবণে, শ্বেতঢক্কনে চ। মঙ্গলবতি। মহেদেবে, মোক্ষে, বালগ্রহে, বালুকে, গুগ্গলৌ, বেদে পুণ্ডরীকবৃক্ষে, কৃষ্ণযস্তুরে, পারদে, দেবে, লিঙ্গে, বিষ্ক্রম্মাদিষু মধ্যে বিংশতিতমে যোগে চ পুং।"[১৯] অপরপক্ষে ক্লীবলিঙ্গান্ত শিবশব্দ মঙ্গল, কল্যাণ, অদ্বৈতব্রহ্ম প্রভৃতি অর্থের জ্ঞাপক- "শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং অন্বন্তে ইত্যুক্তে অদ্বৈতব্রহ্মণি।"[২০]

নাট্যশাস্ত্রকার আচার্য ভরত শিব শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় করে বলেছেন— "শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য শিবঃ শ্যতি অশুভমিতি বা শেরতেঽবতিষ্টন্তে অণিমাদয়োঽষ্টগুণা অস্মিন্ ইতি বা শিবঃ।"[২১] অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সর্ববিধকল্যাণ গুণ বিরাজমান, যিনি সকলপ্রকার অশুভকে খণ্ডন করেন এবং যার মধ্যে অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যমণ্ডিত রয়েছে, সাধকসমাজে তিনিই শিবরূপে অভিহিত হয়ে থাকেন। অমরকোষে শিব শব্দের বহুবিধ পর্যায়শব্দ উপলব্ধ হয়। তিনি শম্ভু, পশুপতি, শিব, শূলী, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত। শিব হলেন শুভঙ্কর এবং শান্ত- "শুভশংসী, সৌগন্ধ্যাদিময় ববৌ চ পবনঃ শিবঃ।"[২২] তিনি মানুষের কল্যাণ ইচ্ছা করেন বলে শিবসংজ্ঞায় অভিহিত- "শিবমিচ্ছন্ মনুষ্যাণাং তস্মাদেব শিবঃ স্মৃতঃ।"[২৩] বাক্যপদীয়কার শিবশব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "শিব শিব শিবেতি প্রকল্পতঃ,' 'একো দেবো কেশবো বা শিবো বা"[২৪]। অর্থাৎ একই দেবতা কখনও শিবরূপে কখনও কেশবরূপে অভিহিত হন। শিব স্বরূপতঃ মঙ্গলময়। মঙ্গলময়স্বরূপে তিনি সাধকের মঙ্গলসাধনে সর্বদা ইচ্ছা করেন- "শিবং কুশলম্ উপপন্নং ননু যুক্তমেব।"[২৫] শিব কখনো নির্বিকার কখনও আবার শান্ত। আবার তিনি কল্যাণরূপ, নিষ্পাপ- "শিবঃ কল্যাণরূপো নিষ্পাপঃ।"[২৬] শিবপুরাণশাস্ত্রে শিবশব্দের অভিনব ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়। বিদ্যেশ্বরসংহিতায় বলা হয়েছে—

"শং নিত্যং সুখমানন্দমিকার পুরুষঃ স্মৃতঃ।
বকারং শক্তিরমৃতং মেলনং শিব উচ্যতে।।"[২৭]

শিবশব্দ শ-ই-ব এই বর্ণত্রয়ের সমষ্টি। শ কার নিত্যসুখ ও অখণ্ড পরমানন্দের বাচক, ই কার এখানে পরমপুরুষার্থক এবং বকার অমৃতশক্তিস্বরূপ। পরমেশ্বর শিব সুখ, আনন্দ, মোক্ষ ও অমৃতের কর্ত্তা। এই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের কর্তা হলেন পরমপুরুষ শিব। সর্বসুমুদয় পরমেশ্বরের বশীভূত, কিন্তু পরমসত্তা কোন বস্তুর অধীন নয়। তার কোন বশীকর্তা নেই বলে তিনি শিব শব্দে পরিচিত—

"প্রপঞ্চসারসর্ব্বস্বমনেনৈব বশীকৃতম্।
তস্মাদস্য বশীকর্ত্তা নাস্তীতি স শিবঃ স্মৃতঃ।।"[২৮]

ঋষি পরম্পরায় শিবশব্দ অভিনব আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে 'শ' কার হল ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি কুবৃত্তিধ্বংস করে সুন্দরের জাগরণ ঘটান এবং সদা জীবকল্যাণে রত অর্থাৎ 'শ'-কার এমন সত্তা যিনি ব্রহ্মসদৃশ তথা সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সংমিশ্রণ। 'ই' কার 'ই' ধাতুর ব্যঞ্জক। ই-কারের গত্যর্থ প্রসিদ্ধ, তবে 'ই' এখানে শক্তির প্রতীকরূপে সমাদৃত। কোন গতিশীল বস্তু দেখে তার মধ্যে 'ই' বর্ণের প্রকাশ রয়েছে বলে অনুমিত হয়। 'শ' কারের সঙ্গে ই-কারের সম্বন্ধ হল মঙ্গলময় পরমপুরুষের সঙ্গে পরমাশক্তি বা ক্রিয়াশক্তির সম্মিলিতাবস্থা। ত্রিকোণাকৃতি 'ব'-কার আধার শক্তির প্রতীক, যার দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। এছাড়া অন্তিম 'অ'-কারের অর্থ অনন্ত। অর্থাৎ অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত ক্রিয়াশক্তি ও আধার শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মসদৃশ সত্তা হলেন 'শিব'। সমগ্র জীবের মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্ত। অথবা যে পুরুষ কোন অবস্থাতেই মল বা বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমনকি পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ তিনিই শিব আখ্যায় ভূষিত হন—

"অনাদিমলসংশ্লেষ- প্রাগভাবাৎ স্বভাবতঃ।
অত্যন্তপরিশুদ্ধাত্মেত্যতোঽয়ং শিব উচ্যতে।।"[২৯]

তিনি সাধকের মনোবৃত্তিকে অশুভ থেকে শুভ পথে উত্তীর্ণ করেন। পরমেশ্বরের পূর্ণময়স্বরূপ অণুত্ব প্রাপ্ত হয়ে জীবের বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে। মল বিভুস্বরূপ পরমাত্মার অণুত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিত্য শিবপুরুষে মলসংযোগের কোন প্রসঙ্গ থাকে না। পরমেশ্বর বহুবিধ কল্যাণগুণের আশ্রয়। গুণসমুদয় সেই পরমসত্তায় ঘনীভূত। গুণময় শিব ঈশ্বররূপেও সাধক হৃদয়ে পূজিত। শিবতত্ত্ববিদগণ পরমেশ্বরকে এজন্য 'শিব' আখ্যায় ভূষিত করেছেন-

"অথবাশেষকল্যাণগুণৈকঘন ঈশ্বরঃ।
শিব ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শিবতত্ত্বার্থবেদিভিঃ।।"[৩০]

তাঁর করুণায় সাধকগণের অশেষ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব হয়ে থাকে। বিশ্বসংসারের প্রতি পরমপুরুষের সর্ব্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং সর্বেশ্বর ও। তবে প্রলয়কালে সর্বেশ্বর শিব শান্তরূপধারণ করে চরাচর বিশ্বের সমতা বজায় রেখে একনিষ্ঠসাধকদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকেন। দেবাদিদেব শিব স্বয়ং হৃদয়পদ্মে নৃত্য করেন। তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, যজমান, সোম ও সূর্য এই অষ্টমূর্ত্তিময়। অষ্টবিধসত্তার মধ্যদিয়ে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং সংহারকরূপে সর্বত্র বন্দিত হয়েছেন। শিব কল্যাণময়স্বরূপে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অভিন্নসত্তারূপে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অভিন্নসত্তারূপে বিরাজমান। জাগতিক প্রপঞ্চসমুদয় যেন শিবসত্তাময়। তিনি সর্ববিধ অহংভাব বিমুক্ত এবং দ্বন্দ্বময়স্বরূপ। তাঁর স্বরূপের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাবেশ লক্ষিত হয়। একাধারে নটরাজমূর্ত্তিতে তাঁর কণ্ঠে ভয়ানক সর্পবিরাজমান, আবার শান্ত-সৌম্যমূর্ত্তিতে শীতল, মনোরম রশ্মি প্রদানকারী শশিকলা অলংকৃত। অর্থাৎ একটিতে মৃত্যুর সুর অপরটিতে মরণজয়ী অমৃতের আস্বাদন। এই উভয়বিধ দ্বন্দ্বের মিলনস্বরূপ তিনি। কোন কোন বিদ্বান মনে করেন অনার্য সংস্কৃতির সংস্পর্শের জন্যই শিবের বিচিত্র অঙ্গভূষণ। সর্প হল জটাবন্ধন বা রজ্জুস্বরূপ- "ভুজঙ্গসোন্নদ্ধজটাকলাপম্..."।[৩১] 'সৃপ্' ধাতু নিষ্পন্ন সর্পপদ যার অর্থ হল গমন করা। যা সর্পণশীল বা গতিশীল তাই সর্প। সূর্যাগ্নির গতিশীল কিরণ এখানে সর্পরূপে গৃহীত হয়েছে। সর্পিল এই কিরণ সরীসৃপ হিসাবে শিবের কণ্ঠভূষণ হয়ে শোভাবর্ধন করছে। পুনরায় ক্রোধ, ধ্বংস, মহামারী, আসুরিকতা, ভীষণতা যেমন রুদ্রস্বরূপ শিবে আবদ্ধ তেমনই প্রসন্নতা, আরোগ্য, সুন্দরতা এই কল্যাণসুন্দর ভাবের সমন্বয় একমাত্র এই সত্তায়। এজন্য তিনি লীলাময়, বহুরূপান্বিত, বিচিত্র বিশেষণে বিভূষিত। তাঁর জটাভারে কঙ্কাল মৃত্যুর জ্ঞাপক। শিবপুরুষের কণ্ঠস্থিত সর্প আবার দেহরূপান্তরের প্রতীক। দেহপাতের পর তা দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কপোলস্থিত তৃতীয় নয়নজাতবহ্নি যেন দীপস্তম্ভের আলোকবর্তিকা। এই আলোকবর্তিকা পরমজ্ঞানকে

প্রোজ্জ্বলিত করে, সাধকের জ্ঞানের পূর্ণতা সূচিত করে। শিববাহন বৃষভ কামনা-বাসনার প্রতীক। তিনি কামনানাশী যোগীশ্রেষ্ঠ পুরুষ। যোগবলে সর্ব্ব কামনাকে অতিক্রম করে অখণ্ড স্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁর বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ। যোগীগণ সাধনাবলে পরম মহিমাময় স্বরূপের উপলব্ধি করে থাকেন। তিনি স্থূলচরাচর জাগতিক প্রপঞ্চ হিসাবে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হন। আবার তিনি বিশ্বকে স্বদেহে বিলীন করে বিশ্বোত্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অর্থাৎ শিবের মধ্যে একাধারে বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তার সংমিশ্রন রয়েছে। এইভাবে তিনি জাগতিক পুরুষ থেকে পরমপুরুষে উন্নীত। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-চিৎ-আনন্দ এই পঞ্চশক্তি পরমেশ্বরে সমবেতা। শক্তিসহযোগে পরমপুরুষ শক্তিমান।

শিবপুরুষের লৌকিক ও পারমার্থিক দ্বিবিধ স্বরূপের কল্পনা করা যেতে পারে। লৌকিক বিচারে শিব ব্যক্তিসদৃশ এবং সাধারণ সাধক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতামাত্র। তাঁর উপাসনানিমিত্ত উপাসকগণ স্থূল লিঙ্গময় সত্তার প্রতিস্থাপন করে লৈঙ্গিক রূপের মহত্ব প্রতিপাদন করেছেন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিতে আরূঢ় হয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ে দৃশ্যমান হয়, তেমনই শিব মূর্ত্তিমান লিঙ্গস্বরূপে সাধকগণের শ্রবণাদি উপাসনার বিষয় হয়ে থাকেন। তবে লিঙ্গ বা মূর্তি মহেশ্বরে উপচারিত হয় মাত্র। তা শিবের উপলক্ষক। সর্বলোকানুগ্রহের নিমিত্তই পরমেশ্বরের এই কল্পিত মূর্তিমান স্বরূপ পরমাত্মবিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়। এইজন্য জগতে তিনি মূর্তিমৎ বস্তুরূপে পূজিত।

শিব অর্ধনারীশ্বর স্বরূপেও বন্দিত। তাঁর দেহের অর্ধাংশে শিব এবং অর্ধাংশে শিবানী। এই শিব-শিবানীর পরস্পর মিলনে যেন পূর্ণস্বরূপ সর্বব্যাপী শিবসত্তার অভিব্যাক্তি। শিবপুরাণে এই অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা শব্দার্থময়রূপে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। শিব অর্থময় এবং শিবানী বাকস্বরূপিনী। শব্দার্থের সম্বন্ধ যেমন নিত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তেমনই শিব ও পরমেশ্বরী বাগর্থময়-নিত্য সম্বন্ধে সর্বসমুদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান—

"বাগর্থময়মেবৈতজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম।
ত্বং হি বাগমৃতং সাক্ষাদহমর্থামৃতং পরম্।।"[৩২]

শারদাতিলকতন্ত্রেও পরমেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রূপ কল্পিত। সেখানে অর্ধাংশে তিনি অম্বিকা এবং অপরাংশে 'ঈশ' এই পূর্ণস্বরূপে সাধকদের উপাস্য হয়েছেন। পরমেশ্বর শিবের ঈশান-পুরুষ-অঘোর-বামদেবও সদ্য এই পঞ্চমূর্ত্তি কল্পিত। ঈশানাদি পঞ্চ ব্রহ্মময়স্বরূপ স্থূলপ্রপঞ্চাদি সম্বন্ধিত হয়ে জগৎময় পরিব্যাপ্ত। বাগ, শ্রোত্র, শব্দ, আকাশ ও পুরুষ ঈশানরূপ ব্রহ্মে, ত্বক্, পাণি, স্পর্শ, বায়ু ও প্রকৃতি পুরুষরূপে, চক্ষু, পাদ, রূপ, তেজ ও অহঙ্কার অঘোরব্রহ্মে, রসনা, পায়ু, রস ও বুদ্ধি বামদেবে এবং মন, নাসা, উপস্থ, গন্ধ ও ভূমি সদ্যব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। জগৎ মহাদেবের স্বরূপভূত পঞ্চব্রহ্মময়। এছাড়া শিবের শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, ঈশান ও মহাদেব এই অষ্টমূর্ত্তির অর্চনা সাধনমার্গকে সমৃদ্ধ করেছে। এগুলি যথাক্রমে- ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, ক্ষেত্রজ্ঞ, সূর্য্য ও চন্দ্রে অবস্থান করে। শিবের অষ্টমূর্ত্তির কল্পনা কালিদাসের চিন্তনেও প্রকটিত। তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের মঙ্গলাচরণে ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্ত্তিময় শিব বন্দিত হয়েছেন। পরমাত্মা শিব অষ্টমূর্ত্তিতে জগদাকারে পরিব্যাপ্ত।

তাই বলা যায় পশুপতি শিব বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত হলেন রুদ্ররূপে, মানুষকে দীক্ষা দিলেন মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে, শোনালেন সৃষ্টির রহস্য এবং জাগিয়ে তুললেন জ্ঞানপিপাসার আকূতি। উত্তরকালে শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তিতে সমাজে শান্তির বার্তা বহন করে এনেছেন। তাঁর প্রশস্ত মূর্ত্তিকে আরাধনা করে ঋষিসেবিত এই দেশ লাভ করেছিল মানবতার শ্রেষ্ঠ বাণী। যাঁকে অনুধাবন করার জন্য আদিকাল থেকে শুরু হয়েছিল আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসা। অজানাকে জানার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার মধ্যেই শিবের স্থিতি। সেই স্থিতি চিরসত্যের, চিরকল্যাণের ও চিরসুন্দরের।

তথ্যসূত্র :

১. উচ্চৈঃ ঘোষঃ (বাজসনেয় সংহিতা- ১৬/১৯)
২. নিরুক্ত- ১০/৫
৩. রোদয়তি সর্বমনন্তকালে ইতি (ঋগ্বেদ ১/৪৩/১)
৪. অথর্ববেদ- ৭/৯২
৫. ঋগ্বেদ ১০/৯২/২
৬. ৩/১১
৭. কৈবল্যোপনিষদ- ৬
৮. তদেব- ৮
৯. তদেব – ১৮
১০. তদেব- টীকা
১১. অথ কস্মাদুচ্যতে মহাদেবো যঃ ..... তস্মাদুচ্যতে মহাদেবঃ। (অথর্বশির উপনিষৎ-৬০)
১২. শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা, পূর্ব- ২৮/৩৫
১৩. তদেব- জ্ঞানসংহিতা – ৪/৪৫
১৪. তদেব- ধর্মসংহিতা- ৩৫/২৭
১৫. ১০/১৫০-১৫১
১৬. শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ৪/৪৫
১৭. তদেব ৪/৪২
১৮. সৌন্দর্যলহরীর ১ নং শ্লোকের লক্ষ্মীধরকৃতটীকা
১৯. দ্রঃ, ষষ্ঠভাগ
২০. দ্রঃ বাচস্পত্যম্ দ্বিতীয় ভাগ
২১. দ্রঃ নগেন্দ্র বসু সম্পাদিত, বাংলা বিশ্বকোষ ২০শ খণ্ড পৃ. ৪১৯
২২. মহাভারত- ৩/৭৬/৪০
২৩. তদেব- ৭/২/২৩
২৪. দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ ২য় খণ্ড পৃ. ২০১১
২৫. রঘুবংশ – ১/৬০ টীকা .
২৬. মহীধরভাষ্য – ১৬/৪১
২৭. ১৬/৭৬-৭৭
২৮. বিদ্যেশ্বরসংহিতা – ১৬/৭৪-৭৫
২৯. বায়বীয়সংহিতা, পূর্ব- ২৮/২৮-২৯
৩০. তদেব- ২৮/২৯-৩০
৩১. কুমারসম্ভব- ৩/৪৬
৩২. শিবপুরাণ, বায়বীয়সংহিতা পূর্ব- ২৩/১৫-১৬।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, শিবায়ন, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলিকাতা-১৪১৯
২. চট্টোপাধ্যায়, অশোক, পুরাণ পরিচয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৭৭

৩. দাস, উপেন্দ্রকুমার, ভারতীয় শক্তিসাধনা (১-২ খণ্ড), রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলি, ২০১০
৪. ভাদুড়ি, নৃসিংহপ্রসাদ, দেবতার মানবায়ন, আনন্দ, কলি, ২০১৪
৫. শিবপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদক), নবভারত পাবলিশার্স, কলি, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৬
৬. শিবতত্ত্ববিবেকঃ, অপ্পয় দিক্ষীত(প্রণেতা), শ্রীবিদ্যামুদ্রাক্ষরমালা, ১৮৯৫
৭. Biswal, Bansidhar, Cult of Shiva, Puthi Pustak Calcutta, 1988.
৮. Sivaraman, K, Saivism in Philosophical Perspective, M.L.B.D Delhi, Rpt. 2001.